শৈলকুপায় আসামীকে বাদীর ছুরিকাঘাত,প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাদীর লোকজন এক আসামীকে ছুরিকাঘাতে আহত করেছে। এরপর ঘটনাস্থলে থাকা শৈলকুপা থানার এক এসআই ও পুলিশ সদস্যসহ ৩ জনকে ঘেরাও করে এলাকাবাসি সেইসাথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করে তারা।
জানা যায়, গত শুক্রবার বিকেলে শৈলকুপার গাড়াগঞ্জ এলাকায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে হাবিবপুর গ্রামের মজিদ শেখের ছেলে আশা ছুরিকাঘাতে আহত হয় । এঘটনায় আশার পরিবার গাড়াগঞ্জ-মহেশপুরের সজিবুল ও তার পিতা আশরাফুল সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে।
এলাকাবাসিরা জানায়,ঘটনার পরদিন শনিবার রাত ৯-৩০ টার দিকে থানার এসআই সাজ্জাদ হোসেন সহ কয়েকজন সাদা পোষাকে অভিযুক্তদের ধরতে গাড়াগঞ্জ যায়, সে সময় বাদীপক্ষের লোকজনও হাজির হয় এরপর গাড়াগঞ্জ স্ট্যান্ডে বসে থাকা আশরাফুলকে পেয়ে বাদিপক্ষের লোকজন মারধর ও ছুরিকাঘাত করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থলে উত্তেজনা বাড়ে।এরপর সাদা পোশাকধারী এসআই সাজ্জাদ পুলিশ পরিচয় দেয়। ঘটনাস্থল থেকে বাদীপক্ষের লোকজন পালিয়ে গেলেও এসআই সাজ্জাদ, কনস্টেবল রাশেদ ও বাদীপক্ষের হাফিজকে ঘিরে রাখে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এবং তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ।
গাড়াগঞ্জ বাস ষ্ট্যান্ডের বাসিন্দা সজল বলেন,পুলিশের উপস্থিতিতে এমন হামলার ঘটনায় আমরা হতবাক হয়েছি। আমরা দোষীদের শাস্তি দাবী করছি।
ঘটনার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। প্রায় ৩০ মিনিট সড়ক অবরোধের পরে সহকারী পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম ও শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ তুলে নেয়। পরে হাফিজ, পুলিশের এসআই সাজ্জাদ এবং কনস্টেবলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানা ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে বাদীপক্ষের হাফিজ নামের একজনকে আটক করা হয়েছে, মামলা শেষে তাকে কোর্টে সোপর্দ করা হব্।◌ে

।

ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে শোকাবহ আগষ্টের প্রথম প্রহরে মোমবাতি প্রোজ্জ্বলন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঝিনাইদহ জেলা শাখার উদ্যোগে শোকাবহ আগষ্টের প্রথম প্রহরে মোমবাতি প্রোজ্জ্বলন করা হয়েছে।

শোকাবহ আগষ্টের প্রথম প্রহর মুজিব চত্বরে রাত ১২◌ঃ০১ মিনিটে মোমবাতি প্রোজ্জ্বলনের মাধ্যমে ভয়াল ১৫ আগষ্টের কালরাত্রি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ নিহত সকলের স্বরণে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, জেলা ছাত্রলীগ এর সভাপতি রানা হামিদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

ঝিনাইদহে ভোগান্তি উপেক্ষা করে ঢাকা ছুটছে হাজার হাজার

মানুষ

চলমান কঠোর লকডাউনের মাঝে কলকারখানা খোলার ঘোষনায় মহাসড়কে বেড়েছে মানুষের চলাচল। শনিবার সকাল থেকে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ঢাকাগামী যাত্রীদের ভীড় বেড়ে যায়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে ভীড়। বিভিন্ন স্থান থেকে ইজিবাইক, ভ্যান রিক্সা যোগে টার্মিনালে এসে হাজির হতে থাকেন তারা।

গণপরিবহন বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন হাজারো কর্মজীবী মানুষ। কাজে যোগ দিতে ইজিবাইক, মাহেন্দ্রসহ ছোট ছোট যানে ঢাকায় ফিরতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পৌছে সেখান থেকে নতুন বাহনে ঢাকা অভিমুখে ছুটছেন তারা। যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করে যানবাহন মালিক রা। কয়েকগুন বেশি ভাড়া দিয়ে চাকরী বাঁচাতে ঢাকায় ছুটছেন মানুষ। যানবাহন না পেয়ে অনেককে বসে থাকতে দেখা গেছে।

যশোর থেকে ঢাকাগামী যাত্রী রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমরা যশোর থেকে আসছি। ঢাকা যাবো। আগামীকালকে থেকে তো অফিস খোলা। চাকরী বাঁচাতে অফিসে যেতেই হবে। সেই কারণে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্ট-দুর্ভোগ সহ্য করে সিএনজি, অটোরিকসা করে ঝিনাইদহ পর্যন্ত পৌছেছি।

আব্দুল্লাহ নামের আরেক যাত্রী বলেন, আমি আসছি অভয়নগর যশোর থেকে। এখন যাব ঢাকা। আমার সঙ্গে স্ত্রী সন্তান আছে। এখন কি করে ঢাকা যাবো তা নিয়ে ভাবছি। তিনি বলেন, ১০ টাকার ভাড়া ১০০ টাকা নিচ্ছে। তাও গাড়ি পাচ্ছি না। খুবই বিপদে আছি। চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে আসা নাজমুল হোসেন নামের এক যাত্রী বলেন, সরকার জনগণের কথা কখনো চিন্তাই করে না। আমাদের কথা যদি ভাবতো তাহলে গাড়ী চালু করতো। গাড়ী বন্ধ করে গার্মেন্টস খুলে দেওয়া কোন ভাবেই ঠিক হয়নি। এভাবে ভোগান্তী দেওয়া ঠিক না।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ ট্রাফিট ইন্সপেক্টর সালাহউদ্দিন বলেন, সকাল থেকে টার্মিনালে মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে। তারা ছোট ছোট যানবাহনে গন্তব্যে যাচ্ছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে এমপি সমি সিদ্দিকীর খাদ্য সহায়তা বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া এক হাজার হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।
ঝিনাইদহ- ২ আসনের সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত উদ্যোগে উপজেলার একটি পৌরসভা ও আটটি ইউনিয়নে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়।
এসব খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিল চাল ৮ কেজি, আলু ২কেজি, ডাল ১ কেজি, ১ লিটার তেল, পিয়াজ ১ কেজি ও লবন ৫০০ গ্রাম।
শনিবার শহরের ক্রীড়া সংস্থার মাঠ, শাখারিদহ ও জোড়াদহ এলাকায় হতদরিদ্রদের মাঝে এসব খাদ্য সহায়তা তুলে দেন সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সুমি।
এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানা, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা, পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড, বজলুর রহমান, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি কামাল হোসেন, দৌলতপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেরেগুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা আসাদ, ছাত্রলীগের আহবায়ক রিগ্যান আলী, যুগ্ম আহবায়ক মানিক হোসাইন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শাফায়েত নামে ৫ বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রামে এ

দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাফায়েত ওই গ্রামের মোঃ আশরাফ আলীর ছেলে। নিহতের পিতা জানায়, শুক্রবার আমার বাড়িতে মেহমান আসে। বিকালে শাফায়েত বাড়ির পাশে নুর ইসলামের পুকুর পাড়ে একা খেলা করছিল। এসময় অসাবধানতাবশত সে পুকুরে পড়ে যায়। তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খুঁজতে থাকে। পরে পুকুরের মধ্যে শিশু শাফায়েতকে ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নামাজে ইকামত দেওয়ায় হামলা, নিহত এক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পুটিয়া গ্রামের স্থানীয় মসজিদে নামাজের সময় ইকামত দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় মোদচ্ছের হোসেন
(৫০) নামের এক কৃষক নিহত ও তারই চাচাত ভাই ওহিদ হোসেন এবং ভাতিজা ইউনুস হোসেন আহত হয়েছেন। নিহত মোদাচ্ছের একই গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে পুটিয়া বউ বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার জানান, ঝিনাইদহের পুটিয়া গ্রামের মসজিদে গতরাতে এশার নামাজের সময় মুয়াজ্জিন না থাকার কারণে স্থানীয় মুসল্লী জাহিদ হোসেন ইকামত দেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মাতব্বর জাফর হোসেনের সাথে মোদাচ্ছেরের তর্ক-বির্তক হয়। গত রাতের ঘটনার জের ধরে শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকালে ঐ গ্রামের বউ বাজারে মোদাচ্ছের ও তার ভাই-ভাতিজা গল্প করছিলো। এ সময় জাফর গ্রুপের লোকজন এসে রামদা- চাপাতি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ হামলায় ঘটনাস্থলে কৃষক মোদাচ্ছের হোসেন নিহত ও তার চাচাত ভাই ওহিদ হোসেন এবং ভাতিজা ইউনুস আলী মারাত্বক জখম হন।

তিনি আরও জানান, হামলার পর স্থানীয় লোকজন আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। নিহতের মরদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের

জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় দু-গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। জড়িতদের আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, অতর্কিতভাবে এই গ্রামের জাফর গ্রুপের লোকজন এসে গ্রাম্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মোদাচ্ছেরকে হত্যা করেছে ও তারই ভাই-ভাতিজাকে কুপিয়ে জখম করেছে। তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবি করেছেন।

এদিকে সদর হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডাঃ ফাল্গুনি রানী সাহা জানান, আজ সকালে পুটিয়া গ্রাম থেকে তিনজন জখমী রোগী আসলে পথেই মোদাচ্ছের হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি দুজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের অবস্থা এখন কিছুটা উন্নতির দিকে।

অমানবিক স্বজন কিন্তু মানবিক পুলিশ

আত্মীয় স্বজনরা অমানবিক ভাবে ঘরের বাইরে ফেলে গেলেও ফেলতে পারেনি মানবিক পুলিশ। ফলে পুলিশী তত্বাবধানে ৫৬ বছর বয়েসি অসুস্থ ও মানসিক বৈকল্যসম্পন্ন শোভা বিশাসের ঠাঁই হয়েছে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে। বুধবার রাতে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করান সদর থাানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তদন্ত এমদাদুল হক। শোভা বিশ্বাস এখন হাসপাতালের মহিলা (মেডিসিন) ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। সদর থাানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তদন্ত এমদাদুল হক জানান, লোকমুখে খবর পেয়ে তিনি শহরের ভুটিয়ারগাতি এলাকার মাহমুদ হাসান আলিফ নামের এক ব্যবসায়ির নির্মাণাধিন ছয়তলা বাড়ির নিচ থেকে সংজ্ঞাহীন ওই নারিকে উদ্ধার করেন। ওই নারীকে তার স্বজনরা ৪/৫ দিন আগে এখানে ফেলে যান। বিনা চিকিৎসা ও অভুক্ত থেকে শোভা বিশ্বাস সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সহয়োগিতায় পুলিশ শোভা বিশ^◌াসকে বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঝিনাইদহ সদর

হাসপাতালে ভর্তি করান। ভুটিয়ারগাতি গ্রামের আলিফ জানান, ৪/৫ দিন আগে কে বা কারা ওই নারীকে ফেলে রেখে যান। সেই থেকে কেউ তাকে খাবার দেয়নি, খোজও করেনি। ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক (ইএমও) ডা. নূরজাহান বেগম জানিয়েছেন ভর্তির সময় তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে তেমন কিছুই বলতে পারছিলেন না। বেশ কিছুদিন অনাহারে থাকা এবং কিছুটা মানসিক সমস্যাক্রান্ত শোভা বিশাস এখন কথা বলছেন, অস্পষ্ট গলায় অবিবাহিত ওই নারি তার বাবার নাম তারক চান্দ্র দাস এবং বাড়ি রামপালের গিলেতলা বলে উল্লেখ করছেন।

করোনায় মৃত হিন্দু ব্যক্তির সৎকার করল ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে নিতাই সাহা (৭০) মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে বাবাকে গ্রামে নিয়ে গেলে সৎকারের জন্য স্বজনেরা কেউ এগিয়ে আসেননি।গত ১৭ জুলাই শৈলকূপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামের মৃত জগবন্ধু সাহার ছেলে নিতাই সাহা করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ১২ দিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। নিতাই সাহার ছেলে রাজু আক্ষেপ করে বলেন, তার বাবার মৃত্যুর খবর শুনে আপন আত্মীয়রা সবাই দূরে চলে যায়। কেউ লাশটি পর্যন্ত নিতে আসেনি। এ অবস্থায় বিপদে পরে রাজু। তিনি মোবাইলে বিষয়টি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুলকে জানান। পরে চেয়ারম্যান বিপুল ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খানের মাধ্যমে লাশ দাফন কমিটির সদস্যদের শৈলকূপার ফুলহরি গ্রামের শশ্মানে নিয়ে যান। সেখান ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সদস্যরা নিতাই সাহাকে ফুলহরি গ্রামের শশ্মানে সৎকার করেন। উল্লেখ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গঠিত লাশ দাফন কমিটি এ পর্যন্ত ১৫৭ জন করোনা আক্রান্ত ও করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করেছে।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গে ৭ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৭৬ জন

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৬ জন।
ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, বুধবার সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে ২’শ ৪৯ জনের নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সদরে রয়েছে ২২ জন, শৈলকুপায় ১৮ হরিণাকুন্ডুতে ৭ জন, কালীগঞ্জে ৯ জন, কোটচাঁদপুরে ৮ ও মহেশপুরে রয়েছেন ১২ জন। আক্রান্তের হার ৩০ দশমিক ৫২ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৭ হাজার ৩’শ ৪৩ জন। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪ জন ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন উপজেলায় আরও ৩ জন মারা গেছেন, এপর্যন্ত জেলায় মোট মৃত্যু বরণ করেছে ১৮৯ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৪হাজার ৪’শ ৬ জন।

ঝিনাইদহে করোনাকালে বাড়ছে বাল্য বিয়ে সামাজিক অবক্ষয়

ঝিনাইদহের এক দিনমজুরের মেয়ে মনিরা মাত্র ১৩ বছর বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে। অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী মনিরার বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। এখন আর মনিরা স্বামীর কাছে যেতে চায় না। মনিরার পিতা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধ। পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলেরা ঝামেলা করে। মেয়েও ঠিক মতো পড়তে চায় না। তাই বাধ্য হয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে হয়। এখন সে আর স্বামীর কাছে যেতে চায় না। একই ভাবে গোবিন্দুপর গ্রামের রমেচা খাতুন (ছদ্ম নাম) কে মাত্র ১৪ বছর

বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে।

বিয়ের দিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বংকিরা পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা বর পক্ষকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বিয়ে না করার শর্তে থানায় উভয় পক্ষ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায়। গোপনে তারা সেই মেয়েকেই আবার বিয়ে করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মনিরা ও রমেচা খাতুনের মতো কিশোরীদের এখন ঠাঁই হচ্ছে স্বামীর ঘরে। যে বয়সে স্কুলের উন্মুক্ত মাঠে হৈ হুল্লোড় আর পড়ালেখা করে সময় কাটানোর কথা সেই বয়সে “সংসার” নামে এক অজানা পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে।

এমন এক কিশোরী হচ্ছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না মাঝেরপাড়া গ্রামের ইয়াসমিন। নিজ গ্রামের একই বয়সী ছেলে আশিকুল ইসলামের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে ইয়াসমিন। বিয়ে মানতে নারাজ ছেলের পিতা জাহিদুল ইসলাম। প্রেমের বিয়ে মেনে নিতে না পারায় হতাশায়গ্রস্থ ইয়াসমিন বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সদরের গোবিন্দপুর ও হরিণাকুন্ডুর দারিয়াপুর গ্রামে অপ্রাপ্ত বয়সি ছাত্র ছাত্রীরা প্রেমের সম্পর্ক করে বাড়ি ছাড়া হয়।

বয়স না হওয়ায় স্থানীয় চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে তারা বাড়ি ফিরে আসে। হরিণাকুন্ডুর ভাতুড়িয়া গ্রামের কলেজ পড়ুয়া যুবকের সঙ্গে একই এলাকার দশম শ্রেনীর ছাত্রী পালিয়ে ঘর বেধেছে। মেয়ের বয়স কম হওয়ায় তাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয়নি। মেয়ের পক্ষ এখনো বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। সদর উপজেলার সুরাট গ্রামের এক ভ্যান চালকের প্রেমে পড়ে কোটচাঁদপুরের এক স্কুল ছাত্রী ঘর ছাড়ে। একই ভাবে সাতক্ষিরা শহরের এক স্কুল ছাত্রী পালিয়ে এসে মিয়াকুন্ডু গ্রামে এসে ওঠে। এ ভাবে জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে অসম প্রেম আর বাল্য বিয়ের হিড়িক পড়েছে। করোনাকালে অলস জীবন, মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধার কারণে টিনএজারদের বিপথগামী করছে বলে অনেকে মনে করেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষি রানী জানান, তার স্কুলের দুইজন ছাত্রী বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও গোপনে গোপনে বাল্য বিয়ের খবর আসছে। তিনি বলেন করোনাকালীন সময়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে অনকে সময় ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া, হামদহ ও আদর্শপাড়ার মহিলা ছাত্রাবাসের মালিকগন জানান, করোনা মহামারির কারণে তাদের

মেসের প্রায় সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন প্রতিটা মেসে নতুন নতুন মেয়ে আসছেন। গ্রামাঞ্চলে খুব গোপনীয়তার সঙ্গে বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করনা হচ্ছে। প্রশাসন ও পুলিশ সক্রিয় থাকায় এক জেলা থেকে অন্যজেলায় নিয়ে বিয়ে হচ্ছে। ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা জানান, বাল্যবিয়ের হার কমাতে আমরা নিরলস ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সেই উদ্যোগও ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিন্তু মহামারি করোনা আমাদের সে সাফল্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁডড়িয়েছে। দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্দ থাকায় একদিকে অল্পবয়সী ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। তারা ২১ বছরের আগেই বিয়ে করে বসছে। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিভাবকগণ হতাশ হয়ে পড়ছেন ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে। অনলাইনে ক্লাস করারও সুযোগ পাচ্ছেনা এসব ছেলেমেয়েরা। সঙ্গত কারণেই তারা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

কেও কেও বইপত্রের সাথে একেবারেই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলছে। এ সব অভিভাবকগণ তাদের দৃষ্টিতে ভাল পাত্র পেলেই অতি গোপনীয়তার সাথে কিশোরী মেয়েকে পাত্রস্থ করছেন। অল্পবয়সী এ সব মেয়ে স্বামীর বাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে খাপ খাওয়াতে না পেরে সংসার বিমুখ হয়ে স্বামীর সংসার থেকে বিতাড়িত হয়ে আবার ফিরে আসছে পিতার ঘরে। এতে করে সংকট আরো বাড়ছে। তিনি বলেন এ সংকট মোকাবিলায় কিছুটা হলেও আশার আলো দেখাচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত কিশোর-কিশোরী ক্লাব সমূহ। ক্লাব প্রশিক্ষকবৃন্দ ও জেন্ডার প্রমোটারগণ তাদেরকে এ সব সংকট উত্তরণে পথ দেখাচ্ছেন। ঝিনাইদহের সিনিয়র সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে মুলত এই সমস্যাটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া। তিনি বলেন মোবাইল ও ইন্টারনেট এক্সেসের কারণে অল্প বয়সি ছেলে মেয়েরা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা ছেড়ে মোবাইলে আসক্তি হচ্ছে। এ নিয়ে পিতা মাতার সঙ্গে ঝগড়া বা বাগবিতন্ডায় লিপ্ত হচ্ছে। মেয়েকে সংসারের বোঝা মনে করে বিয়ে

দিয়ে দিচ্ছেন। মানবাধিকার কর্মী টুকু জানান, তার নিজ গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের এমন ১০ স্কুল ছাত্রীর মেয়ের বিয়ের খবর তিনি পেয়েছেন। এছাড়া প্রায় তিনি বাল্য বিয়ের খবর শুনে ছুটে যাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকায়। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, করোনা মহামারিতে বেড়েছে পর্নোগ্রাফি দেখার হার। বেড়েছে আসক্তি।

গত বছর থেকে তেমনই বলছে নানা পরিসংখ্যান। অতিমারির কারণে ঘরবন্দি থাকার ফলে বেড়েছে নেটমাধ্যম বা অনলাইনে সময় কাটানোর প্রবণতা। তারই হাত ধরে উঠে এসেছে পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তিও। মনোরোগ চিকিৎসক সঞ্জয় গর্গের মতে, গত এক বছরে অনলাইনে তিন ধরনের কাজের মাত্রা বিপুল ভাবে বেড়েছে। সেটা হচ্ছে জুয়া খেলা, অনলাইনে কেনাকাটা এবং পর্নোগ্রাফি দেখা। পর্নোগ্রাফি অতিরিক্ত দেখার ফলে ‘‘বয়ঃসন্ধির অনেকেরই পড়াশোনা নষ্ট হচ্ছে। ব্র্যাকের গবেষা সূত্র মতে, করোনা মহামারীর মধ্যে দেশে ১৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

ব্র্যাকের গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, করোনাকালে অভিভাবকের কাজকর্ম না থাকায় ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার কারনে ৮৫ শতাংশ, সন্তানের স্কুল খোলার অনিশ্চয়তায় ৭১ শতাংশ এবং করোনা মহামারী দীর্ঘ স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় অনিরাপত্তা বোধ এবং বিদেশ থেকে আসা ছেলে হাতের কাছে পাওয়ায় ৬২ শতাংশ বেড়েছে বাল্যবিবাহ। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, লকডাউনে ঘরের মধ্যে পরিচিত মানুষের মাধ্যমে শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হওয়াও বাল্যবিবাহের কারন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক ডাঃ জাহিদ আহমেদ জানান, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে মাঠকর্মীদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারা করোনা সচেতনতার পাশাপাশি বাল্য বিয়ের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলছে। তিনি বলেন আমরা খবর পাওয়া মাত্রই বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করছি। এরপরও যদি গোপনে গোপনে কোন অভিভাবক বাল্য বিয়ে দেয় সেটা আমাদের অজান্তেই ঘটছে।